অষ্টম অধ্যায়

নরনারায়ণ ঋষির প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষি তপস্যা করেছিলেন, সপার্ষদ কামদেবকে পরাভূত করেছিলেন এবং নর-নারায়ণরূপ ভগবান শ্রীহরিকে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন।

মার্কণ্ডেয় ঋষির অসাধারণ দীর্ঘ আয়ুর কথা শুনে শ্রীশৌনক মুনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। শৌনকের স্বীয় বংশে জাত এই মার্কণ্ডেয় ঋষি পূর্বে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রলয় পয়োধিজলে একাকী বিচরণ করেছিলেন এবং বট পত্রের উপর শায়িত এক চমৎকার শিশুর দর্শন লাভ করেছিলেন। শৌনক মুনির মনে হয়েছিল যে মার্কণ্ডেয় ঋষি ব্রহ্মার দুই দিবস কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং শ্রীসূত গোস্বামীকে তিনি একথা ব্যাখ্যা করে শুনাতে বললেন।

শ্রীল সূত গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন যে পিতার কাছ থেকে ব্রাহ্মণ দীক্ষার সংস্কার গ্রহণ করার পর মার্কণ্ডেয় ঋষি আজীবন ব্রহ্মচর্যের ব্রতে নিজেকে স্থিত করেছিলেন। তারপর ছয়টি মন্বন্তর ধরে তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পূজা করেছিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্রদেব এই ঋষির তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে সপার্ষদ কামদেবকে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর তপস্যা জাত শক্তির দ্বারা মার্কণ্ডেয় ঋষি তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন।

তারপর মার্কণ্ডেয় ঋষিকে কৃপা প্রদর্শন করবার জন্য ভগবান শ্রীহরি নর-নারায়ণ ঋষিরূপে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় তাঁদেরকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন এবং আরামদায়ক আসন, পাদ্য অর্ঘাদি শ্রদ্ধা ব্যঞ্জক উপহার নিবেদনের মাধ্যমে তাঁদের আরাধনা করলেন। তারপর তিনি প্রার্থনা নিবেদন করলেন; "হে সর্বশক্তিমান ভগবান, আপনিই সমস্ত জীবের প্রাণবায়ুকে সঞ্জীবিত করেন এবং ত্রিলোকের পালনও করেন, দুঃখ নিরাকরণ করেন এবং মুক্তি দান করেন। যাঁরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, আপনি তাদেরকে কখনই কোনও প্রকার দুঃখ দ্বারা পরাভূত হতে দেন না। আপনার শ্রীচরণকমল লাভ করাই হচ্ছে বদ্ধ জীবের একমাত্র শুভ লক্ষ্য এবং আপনার সেবা তাঁদের সমস্ত বাসনাকে পূর্ণ করে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণে সম্পাদিত আপনার লীলাসমূহ প্রত্যেককেই জড় জীবন থেকে মুক্তি দান করতে পারে। তাই মেধাবী ব্যক্তিগণ আপনার শুদ্ধ ভক্তের প্রতিভূস্বরূপ

নর ঋষির সঙ্গে শ্রীনারায়ণ নামে শুদ্ধ সত্ত্বরূপী আপনার ব্যক্তিস্বরূপের আরাধনা করেন।

মায়ামুগ্ধ জীব যদি বেদে উপস্থাপিত এবং জগদ্‌গুরু আপনার দ্বারা প্রচারিত জ্ঞান গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে উপলব্ধি করতে পারেন। এমন কি ব্রহ্মার মতো মহান চিন্তাবিদও যখন সাংখ্য যোগের পন্থায় সংগ্রাম করে আপনার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন, তখন তিনি কেবল বিভ্রান্তই হয়ে পড়েন। আপনি স্বয়ং সাংখ্য এবং অন্যান্য দর্শনের প্রবক্তা, এবং এইরূপে জীবাত্মার উপাধিমূলক আবরণের অন্তরালে আপনার প্রকৃত স্বরূপ পরিচয় লুক্কায়িত রয়েছে।"

শ্লোক ১

শ্রীশৌনক উবাচ

সূত জীব চিরং সাধো বদ নো বদতাং বর ।
তমস্যপারে ভ্রমতাং নৃণাং ত্বং পারদর্শনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশৌনকঃ উবাচ—শ্রীশৌনক বললেন; **সূত**—হে সূত গোস্বামী; **জীব**—বেঁচে থাকুন; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **সাধো**—হে সাধু; **বদ**—অনুগ্রহপূর্বক বলুন; **নঃ**—আমাদেরকে; **বদতাম্**—বক্তাদের মধ্যে; **বর**—হে শ্রেষ্ঠতম; **তমসি**—অন্ধকারে; **অপারে**—অপার; **ভ্রমতাম্**—ভ্রমণশীল; **নৃণাম্**—মানুষদের জন্য; **ত্বম্**—তুমি; **পার-দর্শনঃ**—পরপারের দ্রষ্টা।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক বললেন—হে সূত গোস্বামী, আপনি চিরঞ্জীবী হোন। হে সাধু, হে শ্রেষ্ঠতম বাগ্মী, অনুগ্রহ পূর্বক কথা বলে চলুন। বস্তুতপক্ষে আপনিই কেবল অজ্ঞতার অন্ধকারে ভ্রমণশীল মানুষদের মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর বক্তব্য অনুসারে, ঋষিরা যখন দেখলেন যে শ্রীল সূত গোস্বামী ভাগবত কথার বর্ণনা সমাপ্ত করতে চলেছেন, তখন তাঁরা প্রথমে মার্কণ্ডেয় ঋষির কাহিনী বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন।

শ্লোক ২-৫

আহুশ্চিরায়ুষমৃষিং মৃকণ্ডুতনয়ং জনাঃ ।
যঃ কল্পান্তে হ্যবরিতো যেন গ্রস্তমিদং জগৎ ॥ ২ ॥
স বা অস্মৎকুলোৎপন্নঃ কল্পেঽস্মিন্ ভার্গবর্ষভঃ ।
নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংপ্লবঃ কোঽপি জায়তে ॥ ৩ ॥

এক এবার্ণবে ভ্রাম্যন্ দদর্শ পুরুষং কিল ।
বটপত্রপুটে তোকং শয়ানং ত্বেকমদ্ভুতম্ ॥ ৪ ॥
এষ নঃ সংশয়ো ভূয়ান্ সূত কৌতূহলং যতঃ ।
তং নশ্ছিন্ধি মহাযোগিন্ পুরাণেষ্বপি সম্মতঃ ॥ ৫ ॥

আহুঃ—তাঁরা বলেন; **চির-আয়ুষম্**—অসাধারণ দীর্ঘ আয়ু লাভ করার পর; **ঋষিম্**—ঋষি; **মৃকণ্ডু তনয়ম্**—মৃকণ্ডুর-পুত্র; **জনাঃ**—জনগণ; **যঃ**—যিনি; **কল্প-অন্তে**—ব্রহ্মার দিবসকালের অবসানে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **উর্বরিতঃ**—একাকী থেকে; **যেন**—যার দ্বারা (প্রলয়); **গ্রস্তম্**—আক্রান্ত; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **সঃ**—তিনি, মার্কণ্ডেয়; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **অস্মৎ-কুল**—আমার স্বীয় কুলে; **উৎপন্নঃ**—জাত; **কল্পে**—ব্রহ্মার দিবসকালে; **অস্মিন্**—এই; **ভার্গব-ঋষভঃ**—ভৃগুমুনির শ্রেষ্ঠতম বংশধর; **ন**—না; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **অধুনা**—অধুনা; **অপি**—এমন কি; **ভূতানাম্**—সমস্ত সৃষ্টির; **সংপ্লবঃ**—প্রলয় প্লাবন; **কঃ**—যে কোনও; **অপি**—আদৌ; **জায়তে**—জাত হয়েছে; **একঃ**—একাকী; **এব**—বস্তুত; **অর্ণবে**—মহা সমুদ্রে; **ভ্রাম্যন্**—ভ্রমণ করে; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **পুরুষম্**—একজন পুরুষ; **কিল**—বলা হয়; **বট-পত্র**—একটি বট পাতার; **পুটে**—ভাজের মধ্যে; **তোকম্**—একজন নবীন শিশু; **শয়ানম্**—শায়িত আছেন; **তু**—কিন্তু; **একম্**—একজন; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **এষঃ**—এই; **নঃ**—আমাদের; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ; **ভূয়ান্**—মহান; **সূত**—হে সূত গোস্বামী; **কৌতূহলম্**—কৌতূহল; **যতঃ**—যার দরুন; **তম্**—তা; **নঃ**—আমাদের জন্য; **ছিন্ধি**—ছিন্ন করুন; **মহাযোগিন্**—হে মহাযোগী; **পুরাণেষু**—পুরাণের মধ্যে; **অপি**—বাস্তবিকপক্ষে; **সম্মতঃ**—সর্বজন সম্মত (তত্ত্বদর্শী হিসাবে)।

অনুবাদ

প্রামাণিক ব্যক্তিগণ বলেন যে মৃকণ্ডু পুত্র মার্কণ্ডেয় ঋষি ছিলেন এক অসাধারণ দীর্ঘজীবী ঋষি। ব্রহ্মার দিবসান্তে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রলয়বারিতে নিমজ্জিত হয়েছিল, তখন তিনিই ছিলেন একমাত্র জীবিত ব্যক্তি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভার্গব সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি বর্তমান ব্রহ্মার জীবদ্দশায় আমার স্বীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এখন পর্যন্ত ব্রহ্মার এই দিবসে আমরা কোনও পূর্ণ প্রলয় দর্শন করিনি। একথাও সর্বজন বিদিত যে মার্কণ্ডেয় ঋষি যখন অসহায়ভাবে সেই মহা প্রলয় সমুদ্রে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি সেই ভয়ঙ্কর জলে বটপত্র সম্পুটে একাকী শায়িত চমৎকার এক নবীন শিশুকে দর্শন করেছিলেন। হে সূত গোস্বামী, এই মহা ঋষি মার্কণ্ডেয় সম্পর্কে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্তি এবং কৌতূহল বোধ করছি। হে মহাযোগী, সমস্ত পুরাণের একজন প্রামাণিক পৌরাণিকরূপে আপনি সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমার বিভ্রম দূর করুন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার বার ঘণ্টায় অর্থাৎ তাঁর একটি দিবসে চারশ কোটি তিন হাজার দুই শ লক্ষ বছর অতিবাহিত হয় এবং তাঁর রাত্রিরও মেয়াদ এই রকম। আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মার এই রকম একটি দিবস এবং রাত্রিকাল জুড়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি জীবিত ছিলেন, ব্রহ্মার পরবর্তী দিনটিতেও একই মার্কণ্ডেয়রূপে জীবন যাপন করছিলেন। মনে হয় যে ব্রহ্মার রাত্রিকালে যখন প্রলয় হচ্ছিল, সেই ঋষি তখন ভয়ঙ্কর প্রলয় বারির সর্বত্র পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং সেই জলে বটপত্রে শায়িত এক অদ্ভুত ব্যক্তিকে দর্শন করেছিলেন। মহান ঋষিদের অনুরোধে মার্কণ্ডেয় ঋষি সংক্রান্ত এই সকল রহস্য সূত গোস্বামী পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করবেন।

শ্লোক ৬

সূত উবাচ

প্রশ্নস্ত্বয়া মহর্ষেঽয়ং কৃতো লোকভ্রমাপহঃ ।
নারায়ণকথা যত্র গীতা কলিমলাপহা ॥ ৬ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **ত্বয়া**—আপনাদের দ্বারা; **মহা-ঋষে**—হে মহাঋষি শৌনক; **অয়ম্**—এই; **কৃতঃ**—কৃত; **লোক**—সমগ্র জগতের; **ভ্রম**—ভ্রম; **অপহঃ**—যা অপহরণ করে; **নারায়ণ-কথা**—পরমেশ্বর নারায়ণের কথা; **যত্র**—যাতে; **গীতা**—গীত হয়েছে; **কলি-মল**—বর্তমান কলিযুগের মলিনতা; **অপহা**—বিদূরিত করে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—হে মহা ঋষি শৌনক, আপনার এই প্রশ্নই প্রত্যেকের মোহ বিদূরিত করতে সহায়ক হবে, কেননা তা এই কলিযুগের মলিনতা শোধনকারী ভগবান শ্রীনারায়ণের কথাতেই পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ৭-১১

প্রাপ্তদ্বিজাতিসংস্কারো মার্কণ্ডেয়ঃ পিতুঃ ক্রমাৎ ।
ছন্দাংস্যধীত্য ধর্মেণ তপঃস্বাধ্যায়সংযুতঃ ॥ ৭ ॥
বৃহদ্ব্রতধরঃ শান্তো জটিলো বল্কলাম্বরঃ ।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং দণ্ডমুপবীতং সমেখলম্ ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণাজিনং সাক্ষসূত্রং কুশাংশ্চ নিয়মর্ধয়ে ।
অগ্ন্যর্কগুরুবিপ্রাত্মস্বর্চয়ন্ সন্ধ্যয়োর্হরিম্ ॥ ৯ ॥

সায়ং প্রাতঃ স গুরবে ভৈক্ষ্যমাহৃত্য বাগ্ যতঃ ।
বুভুজে গুর্বনুজ্ঞাতঃ সকৃন্নো চেদুপোষিতঃ ॥ ১০ ॥
এবং তপঃস্বাধ্যায়পরো বর্ষাণামযুতাযুতম্ ।
আরাধয়ন্ হৃষীকেশং জিগ্যে মৃত্যুং সুদুর্জয়ম্ ॥ ১১ ॥

প্রাপ্ত—প্রাপ্ত হয়ে; **দ্বি-জাতি**—দ্বিতীয় জন্মের; **সংস্কারঃ**—সংস্কার; **মার্কণ্ডেয়ঃ**—মার্কণ্ডেয়; **পিতুঃ**—তার পিতার কাছ থেকে; **ক্রমাৎ**—যথাক্রমে; **ছন্দাংসি**—বৈদিক মন্ত্রসমূহ; **অধীত্য**—অধ্যয়ন করে; **ধর্মেন**—বিধি-নিষেধ সহ; **তপঃ**—তপস্যায়; **স্বাধ্যায়**—অধ্যয়ন; **সংযুতঃ**—পূর্ণ; **বৃহৎ-ব্রত**—আজীবন ব্রহ্মচর্যের মহান ব্রত; **ধরঃ**—ধারণ করে; **শান্তঃ**—শান্ত; **জটিলঃ**—জটা যুক্ত; **বল্কল-অম্বরঃ**—বল্কল পরিধান করে; **বিভ্রৎ**—বহন করে; **কমণ্ডলুম্**—কমণ্ডলু; **দণ্ডম্**—সন্ন্যাস দণ্ড; **উপবীতম্**—উপবীত; **সমেখলম্**—ব্রহ্মচারীর আনুষ্ঠানিক মেখলা সংযুক্ত; **কৃষ্ণ-অজিনম্**—কালো হরিণের চামড়া; **স-অক্ষ-সূত্রম্**—পদ্মবীজে নির্মিত জপমালা; **কুশান্**—কুশ ঘাস; **চ**—ও; **নিয়ম-ঋদ্ধয়ে**—পারমার্থিক প্রগতির সুযোগ দান করতে; **অগ্নি**—অগ্নিরূপে; **অর্ক**—সূর্য; **গুরু**—গুরু; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **আত্মসু**—এবং পরমাত্মা; **অর্চয়ন্**—অর্চনা করে; **সন্ধ্যয়োঃ**—সকালে এবং সন্ধ্যায়; **হরিম্**—শ্রীহরিকে; **সায়ম্**—সন্ধ্যায়; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **সঃ**—তিনি; **গুরবে**—তাঁর গুরুদেবকে; **ভৈক্ষ্যম্**—ভিক্ষালব্ধ বস্তু; **আহৃত্য**—এনে; **বাক্-যতঃ**—সংযতবাক হয়ে; **বুভুজে**—ভোজন করতেন; **গুরু-অনুজ্ঞাতঃ**—গুরুর দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে; **সকৃৎ**—একবার; **ন**—(আমন্ত্রিত) না হলে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **চেৎ**—যদি; **উপোষিতঃ**—উপবাস করে; **এবম্**—এইভাবে; **তপঃ-স্বাধ্যায়-পরঃ**—তপস্যা এবং বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসর্গীকৃত প্রাণ; **বর্ষাণাম্**—বৎসর সমূহ; **অযুত-অযুতম্**—দশ হাজার গুণ দশ হাজার বার; **আরাধয়ন্**—আরাধনা করে; **হৃষীক-ঈশম্**—ইন্দ্রিয় সমূহের পরম অধিপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **জিগ্যে**—তিনি জয় করেছিলেন; **মৃত্যুম্**—মৃত্যুকে; **সু-দুর্জয়ম্**—সুদুর্জয়।

অনুবাদ

মার্কণ্ডেয় ঋষির ব্রাহ্মণ দীক্ষার অনুকূলে, তাঁর পিতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমস্ত বিধিবদ্ধ আচার দ্বারা পবিত্র হওয়ার পর, তিনি বৈদিক মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং কঠোরভাবে বিধি নিষেধ পালন করেছিলেন। তিনি বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং তপস্যায় প্রগতি সাধন করেছিলেন এবং আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। জটা বল্কল ধারণ করে, অতি প্রশান্তরূপে প্রতিভাত হয়ে, ভিক্ষুর কমণ্ডলু, দণ্ড, উপবীত, ব্রহ্মচারী মেখলা, কৃষ্ণাজিন, পদ্মবীজের জপমালা এবং কুশগুচ্ছ সংযুক্ত হয়ে, তিনি তাঁর পারমার্থিক প্রগতি সাধন করেছিলেন। দিনের পবিত্র

সন্ধিক্ষণগুলিতে তিনি পাঁচটিরূপে নিয়মিত পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। সেগুলি হচ্ছে—যজ্ঞাগ্নি, সূর্যদেব, স্বীয় গুরু, ব্রাহ্মণ এবং হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা। সকাল সন্ধ্যায় তিনি ভিক্ষার জন্য নির্গত হতেন, এবং ভিক্ষা থেকে ফিরে আসার পর তিনি তাঁর সংগৃহীত সমস্ত খাদ্য তাঁর গুরুদেবকে উৎসর্গ করতেন। যদি তার গুরুদেব তাঁকে আমন্ত্রণ করতেন, কেবল তখনই তিনি দিবসে একবার মাত্র ভোজন গ্রহণ করতেন। অন্যথায় উপবাস করতেন। এইভাবে স্বাধ্যায় ও তপস্যায় নিরত হয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি অগণিত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হৃষীকেশ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি অজেয় মৃত্যুকেও জয় করেছিলেন।

শ্লোক ১২

ব্রহ্মা ভৃগুর্ভবো দক্ষো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ যেঽপরে ।
নৃদেবপিতৃভূতানি তেনাসন্নতিবিস্মিতাঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; **ভৃগুঃ**—ভৃগুমুনি; **ভবঃ**—ভগবান শিব; **দক্ষঃ**—প্রজাপতি দক্ষ; **ব্রহ্ম-পুত্রাঃ**—ব্রহ্মার মহান পুত্রগণ; **চ**—এবং; **যে**—যাঁরা; **অপরে**—অন্য সকলে; **নৃ**—মানুষ; **দেব**—দেবতাগণ; **পিতৃ**—পূর্ব পুরুষগণ; **ভূতানি**—এবং ভূত সকল; **তেন**—তার দ্বারা (মৃত্যুঞ্জয়); **আসন্**—তাঁরা সকলেই হয়েছিলেন; **অতিবিস্মিতাঃ**—অতি বিস্মিত।

অনুবাদ

ভগবান ব্রহ্মা, ভৃগুমুনি, শিব, প্রজাপতি দক্ষ, ব্রহ্মার মহান পুত্রগণ, দেবতা, পিতৃপুরুষ, প্রেতাত্মা, এবং মানুষদের মধ্যে অনেকেই মার্কণ্ডেয় ঋষির এই প্রাপ্তিতে অতি বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩

ইত্থং বৃহদ্ব্রতধরস্তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ।
দধ্যাবধোক্ষজং যোগী ধ্বস্তক্লেশান্তরাত্মনা ॥ ১৩ ॥

ইত্থম্—এই রূপে; **বৃহৎ-ব্রত-ধরঃ**—ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে; **তপঃ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ**—তাঁর তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন এবং সংযমের দ্বারা; **দধ্যৌ**—তিনি ধ্যান করেছিলেন; **অধোক্ষজম্**—অধোক্ষজ ভগবানকে; **যোগী**—যোগী; **ধ্বস্ত**—ধ্বংস করেছিলেন; **ক্লেশ**—সমস্ত ক্লেশ; **অন্তঃ-আত্মনা**—তাঁর অন্তর্মুখী মনের দ্বারা।

অনুবাদ

এইরূপে ভক্তিযোগী মার্কণ্ডেয় ঋষি তার তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন এবং আত্ম সংযমের মাধ্যমে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। এইভাবে সমস্ত ক্লেশ থেকে মনকে মুক্ত করে, অন্তর্মুখী হয়ে তিনি অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

তস্যৈবং যুঞ্জতশ্চিত্তং মহাযোগেন যোগিনঃ ।
ব্যতীয়ায় মহান্ কালো মন্বন্তরষড়াত্মকঃ ॥ ১৪ ॥

তস্য—তিনি; এবম্—এইরূপে; যুঞ্জতঃ—স্থির করার সময়; চিত্তম্—তাঁর মন; মহা-যোগেন—মহাযোগ অভ্যাসের দ্বারা; যোগিনঃ—যোগী; ব্যতীয়ায়—অতিক্রান্ত হয়েছিল; মহান্—মহান; কালঃ—কাল; মনু-অন্তর—মন্বন্তর; ষট্—ছয়; আত্মকঃ—আত্মক।

অনুবাদ

এই যোগিপুরুষ যখন তাঁর প্রবল যোগাভ্যাসের দ্বারা তাঁর মনকে স্থির করেছিলেন, সেই সময় ছয়টি মন্বন্তরের সুদীর্ঘ মহাকাল অতিক্রান্ত হয়েছিল।

শ্লোক ১৫

এতৎ পুরন্দরো জ্ঞাত্বা সপ্তমেঽস্মিন্ কিলান্তরে ।
তপোবিশঙ্কিতো ব্রহ্মন্নারেভে তদ্বিঘাতনম্ ॥ ১৫ ॥

এতৎ—এই; পুরন্দরঃ—ভগবান ইন্দ্র; জ্ঞাত্বা—জেনে; সপ্তমে—সপ্তমে; অস্মিন্—এই; কিল—বস্তুতপক্ষে; অন্তরে—মনুর শাসনকালে; তপঃ—তপস্যার; বিশঙ্কিতঃ—শঙ্কিত হয়ে; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ শৌনক; আরেভে—গতিশীল করেছিলেন; তৎ—সেই; বিঘাতনম্—ব্যাঘাত।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, বর্তমান সময় তথা সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্রদেব মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যা সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং তাঁর ক্রমবর্ধমান যোগ শক্তিতে শঙ্কিত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

গন্ধর্বাপ্সরসঃ কামং বসন্তমলয়ানিলৌ ।
মুনয়ে প্রেষয়ামাস রজস্তোকমদৌ তথা ॥ ১৬ ॥

গন্ধর্ব-অপ্সরসঃ—গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের; **কামম্**—কামদেবকে; **বসন্ত**—বসন্ত ঋতুকে; **মলয়-অনিলৌ**—মলয় পর্বতের নির্মল বাতাস; **মুনয়ে**—ঋষির নিকট; **প্রেষয়াম্ আস**—তিনি পাঠিয়েছিলেন; **রজঃ-তোক**—রজগুণের সন্তান লোভকে; **মদৌ**—এবং নেশা; **তথা**—ও।

অনুবাদ

মার্কণ্ডেয় ঋষির পারমার্থিক অনুশীলনকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র লোভ এবং মদের মূর্ত বিগ্রহ সমভিব্যাহারে কামদেব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, বসন্ত ঋতু এবং মলয় পর্বতের চন্দনের সুগন্ধ সংযুক্ত বায়ুকে প্রেরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

তে বৈ তদাশ্রমং জগ্মুর্হিমাদ্রেঃ পার্শ্ব উত্তরে ।
পুষ্পভদ্রা নদী যত্র চিত্রাখ্যা চ শিলা বিভো ॥ ১৭ ॥

তে—তারা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—মার্কণ্ডেয় ঋষির; **আশ্রমম্**—আশ্রমে; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **হিম-অদ্রেঃ**—হিমালয় পর্বতের; **পার্শ্বে**—পাশে; **উত্তরে**—উত্তরে; **পুষ্পভদ্রা নদী**—পুষ্পভদ্রা নদী; **যত্র**—যেখানে; **চিত্রা-আখ্যা**—চিত্রা নামে; **চ**—এবং; **শিলা**—শিখর; **বিভো**—হে শক্তিশালী শৌনক।

অনুবাদ

হে মহাশক্তিশালী শৌনক, তারা হিমালয় পর্বতের উত্তর পার্শ্বে, যেখানে বিখ্যাত চিত্রা নামক পর্বতশৃঙ্গের পাশ দিয়ে পুষ্পভদ্রা নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে উপনীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮-২০

তদাশ্রমপদং পুণ্যং পুণ্যদ্রুমলতাঞ্চিতম্ ।
পুণ্যদ্বিজকুলাকীর্ণং পুণ্যামলজলাশয়ম্ ॥ ১৮ ॥
মত্তভ্রমরসঙ্গীতং মত্তকোকিলকূজিতম্ ।
মত্তবর্হিনটাটোপং মত্তদ্বিজকুলাকুলম্ ॥ ১৯ ॥
বায়ুঃ প্রবিষ্ট আদায় হিমনির্ঝরশীকরান্ ।
সুমনোভিঃ পরিষ্বক্তো ববাবুত্তম্ভয়ন্ স্মরম্ ॥ ২০ ॥

তৎ—তার; **আশ্রম-পদম্**—আশ্রমস্থলী; **পুণ্যম্**—পুণ্যময়; **পুণ্য**—পুণ্যময়; **দ্রুম**—বৃক্ষ সংযুক্ত; **লতা**—এবং লতা; **অঞ্চিতম্**—বিশেষরূপে চিহ্নিত; **পুণ্য**—পুণ্যময়;

দ্বিজ—দ্বিজের; **কুল**—সদলে; **আকীর্ণম্**—আকীর্ণ; **পুণ্য**—পুণ্যময়; **অমল**—নির্মল; **জল-আশয়ম্**—জলাশয় সংযুক্ত; **মত্ত**—উন্মত্ত; **ভ্রমর**—ভ্রমরদের; **সঙ্গীতম্**—সঙ্গীত সহযোগে; **মত্ত**—মত্ত; **কোকিল**—কোকিলদের; **কূজিতম্**—কূজনে; **মত্ত**—মত্ত; **বর্হি**—ময়ূরদের; **নট-আটোপম্**—নৃত্যের উন্মাদনায়; **মত্ত**—মত্ত; **দ্বিজ**—পাখীদের; **কুল**—সপরিবারে; **আকুলম্**—পরিপূর্ণ; **বায়ুঃ**—মলয় পর্বতের বায়ু; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **আদায়**—গ্রহণ করে; **হিম**—অতি শীতল; **নির্ঝর**—ঝর্ণার; **শীকরান্**—শিশিরবিন্দু; **সুমনোভিঃ**—ফুলের দ্বারা; **পরিষ্বক্তঃ**—আলিঙ্গিত হয়ে; **ববৌ**—প্রবাহিত হয়েছিল; **উত্তন্তয়ন্**—জাগ্রত করে; **স্মরম্**—কামদেব।

অনুবাদ

পুণ্যবৃক্ষের কুঞ্জসমূহ মার্কণ্ডেয় ঋষির পবিত্র আশ্রমকে সজ্জিত করেছিল এবং বহু সংখ্যক পবিত্র জলাশয় উপভোগ করে বহু ব্রাহ্মণ সন্তগণ সেখানে বাস করতেন। উৎফুল্ল ময়ূরদের নৃত্যের সময়, উন্মত্ত অলিকুলের গুঞ্জনে এবং উত্তেজিত কোকিলদের কুহু কুহু রবে আশ্রমস্থলী প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে বহু উন্মত্ত পক্ষিকুল সেই আশ্রমে সমবেত হয়েছিল। ইন্দ্র প্রেরিত বসন্ত বায়ু নিকটবর্তী নির্ঝরের শীতল জলকণা বহন করে সেখানে প্রবেশ করেছিল। বনপুষ্পের আলিঙ্গন সঞ্জাত সুগন্ধবায়ু সেই আশ্রমে প্রবেশ করে কামদেবের রতিবাসনা জাগ্রত করতে আরম্ভ করেছিল।

শ্লোক ২১

উদ্যচ্চন্দ্রনিশাবক্ত্রঃ প্রবালস্তবকালিভিঃ ।
গোপদ্রুমলতাজালৈস্তত্রাসীৎ কুসুমাকরঃ ॥ ২১ ॥

উদ্যৎ—উদীয়মান; **চন্দ্র**—চন্দ্রের সঙ্গে; **নিশা**—রাত্রিকাল; **বক্ত্রঃ**—যার মুখ; **প্রবাল**—নতুন অঙ্কুরের; **স্তবক**—স্তবক; **আলিভিঃ**—শ্রেণীর দ্বারা; **গোপ**—গুপ্ত হয়ে; **দ্রুম**—বৃক্ষের; **লতা**—লতাপুঞ্জ; **জালৈঃ**—জালে; **তত্র**—সেখানে; **আসীৎ**—আবির্ভূত হয়েছিল; **কুসুম-আকরঃ**—বসন্ত ঋতু।

অনুবাদ

অতঃপর, মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে বসন্ত ঋতুর সমাগম হল। বস্তুতপক্ষে উদীয়মান চন্দ্রের আলোকে উদ্ভাসিত সান্ধ্য আকাশ বসন্ত ঋতুর মুখমণ্ডলরূপেই পরিণত হয়েছিল। নবাঙ্কুর এবং পুষ্পমুকুল সমূহ বস্তুতপক্ষেই বৃক্ষলতার জালকে আচ্ছাদিত করেছিল।

শ্লোক ২২

অন্বীয়মানো গন্ধর্বৈর্গীতবাদিত্রযূথকৈঃ ।
অদৃশ্যতাত্তচাপেষুঃ স্বঃস্ত্রীযূথপতিঃ স্মরঃ ॥ ২২ ॥

অন্বীয়মানঃ—অনুসৃত হয়ে; গন্ধর্বৈঃ—গন্ধর্বগণের দ্বারা; গীত—গায়কদের; বাদিত্র—বাদ্যযন্ত্রের বাদকগণ; যূথকৈঃ—দলবদ্ধ হয়ে; অদৃশ্যত—দৃষ্ট হয়েছিল; আত্ত—উত্তোলিত করে; চাপ-ইষুঃ—তাঁর তীর ধনুক; স্বঃ-স্ত্রী-যূথ—স্বর্গীয় রমণীদলের; পতিঃ—পতি; স্মরঃ—কামদেব।

অনুবাদ

বহু সংখ্যক স্বর্গীয় রমণীদের পতি কামদেব তখন তাঁর তীরধনুক ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সঙ্গীত এবং বাদ্যবাদনে রত গন্ধর্বের দল তাঁকে অনুসরণ করেছিল।

শ্লোক ২৩

হুত্বাগ্নিং সমুপাসীনং দদৃশুঃ শক্রকিঙ্করাঃ ।
মীলিতাক্ষং দুরাধর্ষং মূর্তিমন্তমিবানলম্ ॥ ২৩ ॥

হুত্বা—আহুতি প্রদান করে; অগ্নিম্—যজ্ঞাগ্নিতে; সম্-উপাসীনম্—যৌগিক ধ্যানে আসীন; দদৃশুঃ—তারা দেখেছিল; শক্র—ইন্দ্রের; কিঙ্করাঃ—সেবকদের; মীলিত—নিমীলিত; অক্ষম্—তাঁর চক্ষুদ্বয়; দুরা-ধর্ষম্—অজেয়; মূর্তি-মন্তম্—মূর্তিমান; ইব—যেন; অনলম্—অগ্নি।

অনুবাদ

ইন্দ্রদেবের ভৃত্যগণ মার্কণ্ডেয় ঋষিকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করার পর ধ্যানে সমাসীন অবস্থায় দর্শন করল। তাঁর চক্ষুদ্বয় সমাধিতে নিমীলিত হয়েছিল এবং তাঁকে দেখতে মূর্তিমান অগ্নিদেবের মতোই অজেয় বলে মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ২৪

ননৃতুস্তস্য পুরতঃ স্ত্রিয়োঽথো গায়কা জগুঃ ।
মৃদঙ্গবীণাপণবৈর্বাদ্যং চক্রুর্মনোরমম্ ॥ ২৪ ॥

ননৃতুঃ—নৃত্য করেছিলেন; তস্য—তার; পুরতঃ—সম্মুখে; স্ত্রিয়ঃ—রমণীগণ; অথ-উ—অধিকন্তু; গায়কাঃ—গায়কগণ; জগুঃ—গান গেয়েছিল; মৃদঙ্গ—মৃদঙ্গ সহযোগে; বীণা—বীণা; পণবৈঃ—এবং করতাল; বাদ্যম্—বাদ্য বাজনা; চক্রুঃ—করেছিল; মনঃ-রমম্—মনোরম।

অনুবাদ

সেই ঋষির সম্মুখে রমণীগণ নৃত্য করেছিল, গন্ধর্বগণ মৃদঙ্গ, করতাল এবং বীণার মনোরম ঝঙ্কার সংযোগে গান গেয়েছিল।

শ্লোক ২৫

সন্দধেঽস্ত্রং স্বধনুষি কামঃ পঞ্চমুখং তদা ।
মধুর্মনো রজস্তোক ইন্দ্রভৃত্যা ব্যকম্পয়ন্ ॥ ২৫ ॥

সন্দধে—স্থির করেছিলেন; অস্ত্রম্—অস্ত্র; স্ব-ধনুষি—তার স্বীয় ধনুতে; কামঃ—কামদেব; পঞ্চমুখম্—পঞ্চমুখ সংযুক্ত (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ); তদা—তখন; মধুঃ—বসন্তঋতু; মনঃ—ঋষির মন; রজঃ-তোকঃ—রজগুণের সন্তান লোভ; ইন্দ্র-ভৃত্যাঃ—ইন্দ্রদেবের ভৃত্য; ব্যকম্পয়ন্—উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

অনুবাদ

যখন রজগুণের পুত্র লোভ (লোভের মূর্ত বিগ্রহ); বসন্ত ঋতু, এবং ইন্দ্রের অন্যান্য ভৃত্যগণ সকলেই মার্কণ্ডেয় ঋষির মনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল। কামদেব তখন তাঁর পঞ্চমুখী শর তাঁর ধনুকে সংযুক্ত করে গুণ আকর্ষণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৬-২৭

ক্রীড়ন্ত্যাঃ পুঞ্জিকস্থল্যাঃ কন্দুকৈঃ স্তনগৌরবাৎ ।
ভৃশমুদ্বিগ্নমধ্যায়াঃ কেশবিস্রং সিতস্রজঃ ॥ ২৬ ॥
ইতস্ততো ভ্রমদ্দৃষ্টেশ্চলন্ত্যা অনু কন্দুকম্ ।
বায়ুর্জহার তদ্বাসঃ সূক্ষ্মং ত্রুটিতমেখলম্ ॥ ২৭ ॥

ক্রীড়ন্ত্যাঃ—যারা ক্রীড়া করছিল; পুঞ্জিকস্থল্যাঃ—পুঞ্জিকস্থলী নাম্নী অপ্সরা; কন্দুকৈঃ—একাধিক বল দিয়ে; স্তন—তার স্তনের; গৌরবাৎ—গুরুভারের জন্য; ভৃশম্—ভীষণ; উদ্বিগ্ন—অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত; মধ্যায়াঃ—যার কোমর; কেশ—তার চুল থেকে; বিস্রংসিত—স্খলিত; স্রজঃ—ফুলের মালা; ইতঃ ততঃ—ইতস্তত; ভ্রমৎ—ভ্রমণ করে; দৃষ্টেঃ—যার চক্ষু; চলন্ত্যাঃ—চলনশীল; অনু কন্দুকম্—বল অনুসরণ করে; বায়ুঃ—বায়ু; জহার—হরণ করেছিল; তৎ-বাসঃ—তার বসন; সূক্ষ্মম্—সূক্ষ্ম; ত্রুটিত—স্খলিত; মেখলম্—মেখলা।

অনুবাদ

পুঞ্জিকস্থলী নামে অপ্সরা কতগুলি খেলার বল নিয়ে ক্রীড়া করার অভিনয় করতে লাগল। তার গুরু স্তনভারে কটিদেশকে ভারাক্রান্ত ও আনত বলে মনে হয়েছিল। তার কেশে বিন্যস্ত পুষ্পমালা অবিন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে যখন বলের পেছনে ধাবিত হয়েছিল, তখন তার সূক্ষ্ম বসনের কটি বন্ধন স্খলিত হয়েছিল এবং অকস্মাৎ বায়ু তার বসনকে হরণ করেছিল।

শ্লোক ২৮

বিসসর্জ তদা বাণং মত্বা তং স্বজিতং স্মরঃ ।
সর্বং তত্রাভবন্মোঘমনীশস্য যথোদ্যমঃ ॥ ২৮ ॥

বিসসর্জ—নিক্ষেপ করেছিলেন; তদা—তখন; বাণম্—বাণ; মত্বা—মনে করে; তম্—তাকে; স্ব—নিজেই; জিতম্—জিত; স্মরঃ—কামদেব; সর্বম্—সব কিছু; তত্র—ঋষির প্রতি নির্দেশিত; অভবৎ—হয়েছিলেন; মোঘম্—ব্যর্থ; অনীশস্য—নিরীশ্বরবাদীর; যথা—ঠিক যেন; উদ্যমঃ—প্রচেষ্টা।

অনুবাদ

কামদেব সেই ঋষিকে জয় করেছেন বলে মনে করে তখন তাঁর তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু ঠিক যেমন একজন নাস্তিকের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়, তেমনি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে ভ্রষ্ট করার এই সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

শ্লোক ২৯

ত ইত্থমপকুর্বন্তো মুনেস্তত্তেজসা মুনে ।
দহ্যমানা নিববৃতুঃ প্রবোধ্যাহিমিবার্ভকাঃ ॥ ২৯ ॥

তে—তারা; ইত্থম্—এইরূপে; অপকুর্বন্তঃ—ক্ষতি করার চেষ্টা করে; মুনেঃ—মুনির; তৎ—তাঁর; তেজসা—তেজের দ্বারা; মুনে—হে মুনিবর (শৌনক), দহ্যমানাঃ—দহ্যমান অনুভব করে; নিববৃতুঃ—তারা নিবৃত্ত হয়েছিল; প্রবোধ্য—জাগ্রত হয়ে; অহিম্—সাপ; ইব—যেন; অর্ভকাঃ—শিশুগণ।

অনুবাদ

হে মুনিবর শৌনক, কামদেব এবং তাঁর অনুগামীগণ যখন ঋষির ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁরা নিজেরাই ঋষির তেজে জীবন্ত দাহ্যমান হওয়ার অনুভূতি লাভ করেছিলেন। ঠিক যেমন শিশুরা একটি ঘুমন্ত সাপকে জাগিয়ে তোলে পরে নিরত হয়, তেমনি তারাও তাদের অপকর্ম বন্ধ করেছিল।

শ্লোক ৩০

ইতীন্দ্রানুচরৈর্ব্রহ্মন্ ধর্ষিতোঽপি মহামুনিঃ ।
যন্নাগাদহমো ভাবং ন তচ্চিত্রং মহৎসু হি ॥ ৩০ ॥

ইতি—এইভাবে; ইন্দ্র-অনুচরৈঃ—ইন্দ্রের অনুচরদের দ্বারা; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; ধর্ষিতঃ—ধর্ষিত হয়ে; অপি—যদিও; মহামুনিঃ—মহামুনি; যৎ—যা; ন-অগাৎ—বশীভূত হননি; অহমঃ—অহংকারের; ভাবম্—বিকার; ন—না; তৎ—তা; চিত্রম্—আশ্চর্যজনক; মহৎসু—মহাত্মাদের পক্ষে; হি—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রের অনুগামীগণ নির্লজ্জভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মিথ্যা অহংকারের প্রভাবে আদৌ বশীভূত হননি। মহাত্মাদের পক্ষে এইরকম সহিষ্ণুতা আশ্চর্যের কিছু নয়।

শ্লোক ৩১

দৃষ্ট্বা নিস্তেজসং কামং সগণং ভগবান্ স্বরাট্ ।
শ্রুত্বানুভাবং ব্রহ্মর্ষের্বিস্ময়ং সমগাৎ পরম্ ॥ ৩১ ॥

দৃষ্ট্বা—দেখে; নিস্তেজসম্—নিস্তেজ; কামম্—কামদেব; স-গণম্—তার গণ সহ; ভগবান্—শক্তিশালী দেবতা; স্ব-রাট্—দেবরাজ ইন্দ্র; শ্রুত্বা—শুনে; অনুভাবম্—অনুভাব; ব্রহ্ম-ঋষেঃ—ব্রহ্মর্ষির; বিস্ময়ম্—বিস্ময়; সমগাৎ—তিনি লাভ করেছিলেন; পরম্—পরম।

অনুবাদ

শক্তিশালী ইন্দ্র যখন মহান মার্কণ্ডেয় ঋষির যোগ শক্তি সম্পর্কে শ্রবণ করলেন এবং দেখলেন যে কিভাবে তাঁর উপস্থিতিতে কামদেব এবং তার পার্ষদেরা নিস্তেজ হয়ে গেছে, তখন তিনি অতীব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

তস্যৈবং যুঞ্জতশ্চিত্তং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ।
অনুগ্রহায়াবিরাসীন্নরনারায়ণো হরিঃ ॥ ৩২ ॥

তস্য—মার্কণ্ডেয় ঋষি যখন; এবম্—এইরূপে; যুঞ্জতঃ—স্থির করছিলেন; চিত্তম্—তার মন; তপঃ—তপস্যার দ্বারা; স্বাধ্যায়—বেদ অধ্যয়ন; সংযমৈঃ—সংযমের দ্বারা; অনুগ্রহায়—অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য; আবিরাসীৎ—নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন; নর-নারায়ণঃ—নর নারায়ণরূপ প্রদর্শন করে; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং সংযম পালনের দ্বারা আত্মোপলব্ধিতে পূর্ণরূপে স্থিরচিত্ত মার্কণ্ডেয় ঋষিকে কৃপা প্রদর্শন করার বাসনায় পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ঋষির সম্মুখে নর-নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩-৩৪

তৌ শুক্লকৃষ্ণৌ নবকঞ্জলোচনৌ
চতুর্ভুজৌ রৌরববল্কলাম্বরৌ ।
পবিত্রপাণী উপবীতকং ত্রিবৃৎ
কমণ্ডলুং দণ্ডমৃজুং চ বৈণবম্ ॥ ৩৩ ॥
পদ্মাক্ষমালামুত জন্তুমার্জনং
বেদং চ সাক্ষাৎ তপ এব রূপিণৌ ।
তপত্তড়িদ্বর্ণপিশঙ্গরোচিষা
প্রাংশূ দধানৌ বিবুধর্ষভার্চিতৌ ॥ ৩৪ ॥

তৌ—তাদের দুজনে; শুক্ল-কৃষ্ণৌ—একজন শুক্লবর্ণ, অপরজন কৃষ্ণবর্ণ; নব-কঞ্জ—ফুটন্ত পদ্মের মতো; লোচনৌ—তাদের চক্ষু; চতুঃ-ভুজৌ—চতুর্ভুজ; রৌরব—কৃষ্ণাজিন; বল্কল—বল্কল; অম্বরৌ—তাদের বস্ত্ররূপে; পবিত্র—পরম পবিত্র; পাণী—তাঁদের হাত; উপবীতকম্—উপবীত; ত্রি-বৃৎ—তিন গুণবিশিষ্ট; কমণ্ডলুম্—কমণ্ডলু; দণ্ডম্—দণ্ড; ঋজুম্—সরল; চ—এবং; বৈণবম্—বাঁশের নির্মিত; পদ্ম-অক্ষ—পদ্মবীজ; মালাম্—জপমালা; উত—এবং; জন্তু-মার্জনম্—যা সমস্ত জীবকে পবিত্র করে; বেদম্—বেদ (দর্ভ ঘাসের গুচ্ছরূপে উপস্থাপিত); চ—এব; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; তপঃ—তপস্যা; এব—বস্তুতপক্ষে; রূপিনৌ—মূর্ত বিগ্রহ; তপৎ—জ্বলন্ত; তড়িৎ—তড়িৎ; বর্ণ—বর্ণ; পিশঙ্গ—হলুদবর্ণ; রোচিষা—তাদের জ্যোতিতে; প্রাংশু—সুদীর্ঘ; দধানৌ—বহন করে; বিবুধ-ঋষভ—প্রধান দেবতার দ্বারা; অর্চিতৌ—অর্চিত।

অনুবাদ

তাঁদের একজন ছিলেন শুক্লবর্ণ, অপরজন কৃষ্ণবর্ণ, এবং উভয়েই ছিলেন চতুর্ভুজ। তাঁদের চক্ষু ছিল প্রস্ফুটিত পদ্মসদৃশ, তাঁরা কৃষ্ণাজিন, বল্কল এবং তিন গুণবিশিষ্ট উপবীত ধারণ করেছিলেন। তাঁদের পরম পবিত্র হস্তে তাঁরা সন্ন্যাসীর কমণ্ডলু, বংশদণ্ড, পদ্মবীজ নির্মিত জপমালা এবং সকল জীবের পবিত্রকারী দর্ভ ঘাস গুচ্ছের

প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সুদীর্ঘ এবং তাঁদের হলুদ বর্ণের অঙ্গজ্যোতি ছিল বিকিরণশীল তড়িৎ বর্ণের মতো। তপস্যার মূর্ত বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা মুখ্য দেবতাদের দ্বারা পূজিত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ৩৫

তে বৈ ভগবতো রূপে নরনারায়ণাবৃষী ।
দৃষ্ট্বোত্থায়াদরেণোচ্চৈর্ননামাঙ্গেন দণ্ডবৎ ॥ ৩৫ ॥

তে—তারা; বৈ—বস্তুতপক্ষে; ভগবতঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; রূপে—মূর্তিমান প্রকাশ; নর-নারায়ণৌ—নর এবং নারায়ণ; ঋষী—ঋষিদ্বয়; দৃষ্ট্বা—দেখে; উত্থায়—উঠে দাঁড়িয়ে; আদরেণ—শ্রদ্ধার সঙ্গে; উচ্চৈঃ—মহান; ননাম—প্রণাম করেছিলেন; অঙ্গেন—সর্বাঙ্গ দিয়ে; দণ্ডবৎ—ঠিক একটি দণ্ডের মতো।

অনুবাদ

নর এবং নারায়ণ এই দুজন ঋষি ছিলেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানের মূর্তরূপ। মার্কণ্ডেয় ঋষি যখন তাঁদের দেখেছিলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ উত্থিত হয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদেরকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

স তৎসন্দর্শনানন্দনির্বৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ ।
হৃষ্টরোমাশ্রুপূর্ণাক্ষো ন সেহে তাবুদীক্ষিতুম্ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি, মার্কণ্ডেয়; তৎ—তাঁদের; সন্দর্শন—দর্শন করার ফলে; আনন্দ—আনন্দে; নির্বৃত—প্রসন্ন; আত্ম—যার দেহ; ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়; আশয়ঃ—এবং মন; হৃষ্ট—রোমাঞ্চিত; রোমা—লোম; অশ্রুঃ—অশ্রুতে; পূর্ণ—পরিপূর্ণ; অক্ষঃ—তার চক্ষুদ্বয়; ন সেহে—সহ্য করতে অক্ষম; তৌ—তাঁদের প্রতি; উদীক্ষিতুম্—দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে।

অনুবাদ

তাঁদের দর্শন করার দিব্য আনন্দ পূর্ণরূপে মার্কণ্ডেয় ঋষির দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে তৃপ্ত করেছিল, তার লোম সমূহ রোমাঞ্চিত এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্লাবিত হয়েছিল। আনন্দে অভিভূত হয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেও অক্ষমতা বোধ করছিলেন।

শ্লোক ৩৭

উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্ব ঔৎসুক্যাদাশ্লিষন্নিব ।
নমো নম ইতীশানৌ বভাষে গদ্‌গদাক্ষরম্ ॥ ৩৭ ॥

উত্থায়—উঠে; প্রাঞ্জলিঃ—অঞ্জলি বদ্ধ হয়ে; প্রহ্বঃ—বিনীত; ঔৎ-সুক্যাৎ—ঔৎসুক্য বশতঃ; আশ্লিষন্—আলিঙ্গন করে; ইব—যেন; নমঃ—প্রণতি; নমঃ—প্রণতি; ইতি—এইরূপে; ঈশানৌ—উভয় প্রভুকে; বভাষে—বলেছিলেন; গদ্‌গদ—গদ্‌গদ স্বরে; অক্ষরম্—অক্ষর।

অনুবাদ

অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় উত্থিত হয়ে বিনম্র চিত্তে মস্তক অবনত করে মার্কণ্ডেয় ঋষি এমনই ঔৎসুক্য অনুভব করেছিলেন যে তিনি কল্পনার চোখে উভয় ঈশ্বরকেই আলিঙ্গন করছিলেন। আনন্দে গদ্‌গদ স্বরে তিনি পুন পুন বলেছিলেন, "আমি আপনাদের বিনীতভাবে প্রণাম করি।"

শ্লোক ৩৮

তয়োরাসনমাদায় পাদয়োরবনিজ্য চ ।
অর্হণেনানুলেপেন ধূপমাল্যৈরপূজয়ৎ ॥ ৩৮ ॥

তয়োঃ—তাঁদেরকে; আসনম্—আসন; আদায়—নিবেদন করে; পাদয়োঃ—তাঁদের চরণযুগল; অবনিজ্য—প্রক্ষালন করে; চ—এবং; অর্হণেন—সশ্রদ্ধ যথোপযুক্ত অর্ঘ্যে; অনুলেপেন—চন্দন এবং অন্যান্য সুগন্ধিযুক্ত অনুলেপনের দ্বারা; ধূপ—ধূপ সংযোগে; মাল্যৈঃ—এবং পুষ্পমাল্যে; অপূজয়ৎ—পূজা করেছিলেন।

অনুবাদ

তিনি তাঁদেরকে আসন প্রদান করে তাঁদের চরণ ধৌত করেছিলেন। তারপর অর্ঘ্য, চন্দনাদি উপলেপনদ্রব্য, সুগন্ধি তৈল, ধূপ এবং মাল্য সহকারে তাঁদের পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

সুখমাসনমাসীনৌ প্রসাদাভিমুখৌ মুনী ।
পুনরানম্য পাদাভ্যাং গরিষ্ঠাবিদমব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥

সুখম্—সুখে; আসনম্—আসনে; আসীনৌ—উপবিষ্ট; প্রসাদ—কৃপা; অভিমুখৌ—দিতে প্রস্তুত; মুনী—দুই জন মুনিরূপে ভগবানের অবতার; পুনঃ—পুনরায়; আনম্য—প্রণাম করে; পাদাভ্যাম্—তাদের চরণে; গরিষ্ঠৌ—পরম পূজনীয়; ইদম্—এই; অব্রবীৎ—বলেছিলেন।

অনুবাদ

সুখে সমাসীন, বর প্রদানে উদ্যত পরম পূজনীয় সেই দুজন ঋষির চরণ কমলে মার্কণ্ডেয় ঋষি পুনরায় প্রণাম নিবেদন করলেন। তারপর তিনি তাঁদেরকে নিম্নোক্ত কথাগুলি বললেন।

শ্লোক ৪০

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্মনইন্দ্রিয়াণি ।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্বয়োশ্চ
স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রী-মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ—শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন; কিম্—কী; বর্ণয়ে—বর্ণনা করব; তব—তোমার সম্পর্কে; বিভো—হে সর্বশক্তিমান ভগবান; যৎ—যার দ্বারা; উদীরিতঃ—চালিত; অসুঃ—প্রাণবায়ু; সংস্পন্দতে—প্রাণবন্ত হয়; তম্ অনু—তাকে অনুগমন করে; বাক্—বাকশক্তি; মনঃ—মন; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; স্পন্দন্তি—স্পন্দিত হয়; বৈ—বস্তুত; তনুভৃতাম্—সমস্ত দেহধারী জীবদের; অজ-শর্বয়োঃ—ব্রহ্মা এবং শিব; চ—এবং; স্বস্য—আমার নিজের; অপি—ও; অথ-অপি—তা সত্ত্বেও; ভজতাম্—যারা ভজনা করছেন, তাদের জন্য; অসি—তুমি হও; ভাববন্ধুঃ—অন্তরঙ্গ প্রেমিক বন্ধু।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—হে সর্বশক্তিমান ভগবান, কী করে আপনার বর্ণনা করব? আপনি প্রাণবায়ুকে সঞ্জীবিত করেন যা জীবের মন, ইন্দ্রিয় এবং বাকশক্তিকে স্পন্দিত করে। একথা সমস্ত সাধারণ বদ্ধ জীবের পক্ষে সত্য এবং এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবের মতো মহান দেবতাদের ক্ষেত্রেও সত্য। সুতরাং আমার পক্ষে তা অবশ্যই সত্য। তা সত্ত্বেও, যাঁরা আপনার আরাধনা করেন, আপনি তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন।

শ্লোক ৪১

মূর্তী ইমে ভগবতো ভগবংস্ত্রিলোক্যাঃ
ক্ষেমায় তাপবিরমায় চ মৃত্যুজিত্যৈ ।
নানা বিভর্ষ্যবিতুমন্যতনূর্যথেদং
সৃষ্ট্বা পুনর্গ্রসসি সর্বমিবোর্ণনাভিঃ ॥ ৪১ ॥

মূর্তী—মূর্তিমান বিগ্রহদ্বয়; **ইমে**—এই; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ভগবন্**—হে ভগবান; **ত্রি-লোক্যাঃ**—ত্রিলোকের; **ক্ষেমায়**—পরম শ্রেয় লাভের জন্য; **তাপ**—জড় দুঃখের জ্বালা; **বিরমায়**—নিবৃত্তির জন্য; **চ**—এবং; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **জিত্যৈ**—জয়ের জন্য; **নানা**—নানা; **বিভর্ষি**—আপনি প্রকাশ করেন; **অবিতুম্**—রক্ষা করার উদ্দেশ্যে; **অন্য**—অন্য; **তনুঃ**—দিব্য দেহ; **যথা**—ঠিক যেন; **ইদম্**—এই বিশ্ব; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **গ্রসসি**—আপনি গ্রাস করেন; **সর্বম্**—সমগ্ররূপে; **ইব**—ঠিক যেন; **ঊর্ণনাভিঃ**—মাকড়সা।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনার এই বিগ্রহদ্বয় জড় দুঃখের নিবৃত্তি এবং মৃত্যুকে জয় করার মাধ্যমে ত্রিলোকের পরম কল্যাণ সাধন করার নিমিত্ত আবির্ভূত হয়েছেন। হে ভগবান, যদিও আপনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন এবং একে রক্ষা করার জন্য বিবিধ দিব্যরূপ পরিগ্রহ করেন, তবুও ঠিক যেমন একটি মাকড়সা জাল বুনার পর সেটি আত্মসাৎ করে থাকে, আপনিও সেইভাবে এই জগতকে আত্মসাৎ করে থাকেন।

শ্লোক ৪২

তস্যাবিতুঃ স্থিরচরেশিতুরঙ্ঘ্রিমূলং
যৎস্থং ন কর্মগুণকালরজঃ স্পৃশন্তি ।
যদ্বৈ স্তুবন্তি নিনমন্তি যজন্ত্যভীক্ষ্ণং
ধ্যায়ন্তি বেদহৃদয়া মুনয়স্তদাপ্ত্যৈ ॥ ৪২ ॥

তস্য—তাঁর; **অবিতুঃ**—রক্ষাকর্তা; **স্থির-চর**—স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের; **ঈশিতুঃ**—পরম নিয়ন্তা; **অঙ্ঘ্রি-মূলম্**—চরণ কমলের তলদেশ; **যৎ-স্থম্**—যাতে স্থিত; **ন**—না; **কর্ম-গুণ-কাল**—জড় কর্ম, জড় গুণ এবং কাল; **রজঃ**—কলুষ; **স্পৃশন্তি**—স্পর্শ করে; **যৎ**—যাকে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **স্তুবন্তি**—স্তব করে; **নিনমন্তি**—প্রণাম করে; **যজন্তি**—পূজা করেন; **অভীক্ষ্ণম্**—প্রতি মুহূর্তে; **ধ্যায়ন্তি**—ধ্যান করেন; **বেদ-হৃদয়াঃ**—যিনি বেদ সারকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **তৎ-আপ্ত্যৈ**—তাঁকে লাভ করার উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

যেহেতু আপনিই সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম জীবদের পরম রক্ষক ও নিয়ন্তা, তাই যে কেউ আপনার চরণকমলে আশ্রিত হলে কখনই জড় কর্ম, জড় গুণ ও কালের কলুষে কলুষিত হয় না। বেদসার হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে সব মহান ঋষিগণ, তাঁরা আপনাকে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেন।

আপনার সঙ্গ লাভের জন্য তাঁরা সুযোগ পেলেই আপনার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেন, অবিরাম আপনার আরাধনা এবং ধ্যান করেন।

শ্লোক ৪৩

নান্যং তবাঙ্ঘ্র্যুপনয়াদপবর্গমূর্তেঃ
ক্ষেমং জনস্য পরিতোভিয় ঈশ বিদ্মঃ ।
ব্রহ্মা বিভেত্যলমতো দ্বিপরার্ধধিষ্ণ্যঃ
কালস্য তে কিমুত তৎকৃতভৌতিকানাম্ ॥ ৪৩ ॥

ন অন্যম্—অন্য কিছু নয়; তব—আপনার; অঙ্ঘ্রি—চরণ কমলের; উপনয়াৎ—প্রাপ্তির চেয়ে; অপবর্গ-মূর্তেঃ—মূর্তিমান অপবর্গ; ক্ষেমম্—লাভ; জনস্য—মানুষের; পরিতঃ—সব দিকে; ভিয়ঃ—শঙ্কিত; ঈশ—হে ভগবান; বিদ্মঃ—আমরা জানি; ব্রহ্মা—ভগবান ব্রহ্মা; বিভেতি—ভীত হয়; অলম্—অত্যন্ত; অতঃ—এই হেতু; দ্বি-পরার্ধ—ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র আয়ুষ্কাল; ধিষ্ণ্যঃ—যার শাসনকালে; কালস্য—কালের জন্য; তে—আপনার বৈশিষ্ট্য; কিম্ উত—তাহলে কী বলা যায়; তৎ-কৃত—তাঁর (ব্রহ্মার) দ্বারা কৃত; ভৌতিকানাম্—জড় জগতের জীবদের।

অনুবাদ

হে ভগবান, এমনকি ব্রহ্মা যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র আয়ুষ্কাল ধরে তার মহিমান্বিত পদ ভোগ করেন, তিনিও কাল প্রবাহকে ভয় করেন। তাহলে ব্রহ্মার সৃষ্ট বদ্ধ জীবদের আর কী কথা। তারা তো জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই বিপদের সম্মুখীন হন। আমি অপবর্গের মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ আপনার চরণ কমলের আশ্রয় ছাড়া এই ভয় থেকে মুক্তির অন্য কোনও উপায় দেখি না।

শ্লোক ৪৪

তদ্বৈ ভজাম্যৃতধিয়স্তব পাদমূলং
হিত্বেদমাত্মচ্ছদি চাত্মগুরোঃ পরস্য ।
দেহাদ্যপার্থমসদন্ত্যমভিজ্ঞমাত্রং
বিন্দেত তে তর্হি সর্বমনীষিতার্থম্ ॥ ৪৪ ॥

তৎ—অতএব; বৈ—বস্তুতপক্ষে; ভজামি—ভজনা করি; ঋত-ধিয়ঃ—যাঁর বুদ্ধি সর্বদাই সত্যকে দর্শন করে; তব—আপনার; পাদমূলম্—চরণ কমলের তলদেশ; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; ইদম্—এই; আত্ম-ছদি—আত্মার আচ্ছাদন; চ—এবং; আত্ম-

গুরোঃ—আত্মার গুরুর; **পরস্য**—পরম সত্য; **দেহ-আদি**—জড় দেহ আদি মিথ্যা উপাধিসমূহ; **অপার্থম্**—অর্থহীন; **অসৎ**—অসৎ; **অন্ত্যম্**—ক্ষণস্থায়ী; **অভিজ্ঞ-মাত্রম্**—পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে বলে কল্পনা করা; **বিন্দেত**—লাভ করে; **তে**—আপনার কাছ থেকে; **তর্হি**—তাহলে; **সর্ব**—সকল; **মনীষিত**—আকাঙ্ক্ষিত; **অর্থম্**—বিষয়।

অনুবাদ

অতএব, জড় দেহাত্মবোধ এবং প্রকৃত আত্মাকে আচ্ছাদনকারী সমস্ত উপাধি পরিত্যাগ করে আমি আপনার চরণকমলের আরাধনা করি। এই সকল অর্থহীন, অসৎ এবং ক্ষণস্থায়ী আচ্ছাদনগুলিকে সর্বসত্য ধারণকারী মনীষা সমন্বিত আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই গণ্য করা হয়। পরমেশ্বর ভগবান তথা জীবাত্মার প্রভু আপনাকে লাভ করার দ্বারা মানুষ সমস্ত কাম্যবস্তুই লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

যে মানুষ নিজেকে জড়দেহ বা মনের সঙ্গে ভ্রান্তভাবে অভিন্ন বলে মনে করে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জড় জগতকে ভোগ করার তাগিদ বোধ করে। কিন্তু যখন আমরা আমাদের নিত্য চিন্ময় প্রকৃতি সম্পর্কে উপলব্ধি লাভ করি এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে সব কিছুর মালিক, তা জানতে পারি, তখন দিব্য জ্ঞানের শক্তিতে আমরা আমাদের মিথ্যা ভোগ প্রবণতাকে পরিত্যাগ করতে পারি।

শ্লোক ৪৫

সত্ত্বং রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো
মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদয়হেতবোঽস্য ।
লীলা ধৃতা যদপি সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ
নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাম্ ॥ ৪৫ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্ব; **রজঃ**—রজ; **তমঃ**—তম; **ইতি**—এইরূপে আখ্যায়িত জড়গু...হ; **ঈশ**—হে ভগবান; **তব**—আপনার; **আত্ম-বন্ধো**—হে জীবাত্মার পরম বন্ধু; **মায়া-ময়াঃ**—আপনার স্বীয় শক্তি থেকে উৎপন্ন; **স্থিতি-লয়-উদয়**—সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়; **হেতবঃ**—হেতুসমূহ; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **লীলাঃ**—লীলারূপে; **ধৃতাঃ**—ধারণ করেছিলেন; **যৎ অপি**—যদিও; **সত্ত্ব-ময়ী**—সত্ত্বগুণ সম্পন্ন; **প্রশান্ত্যৈ**—মুক্তির জন্য; **ন**—না; **অন্যে**—অন্য দুটি; **নৃণাম্**—মানুষদের জন্য; **ব্যসন**—বিপদ; **মোহ**—মোহ; **ভিয়ঃ**—এবং ভয়; **চ**—ও; **যাভ্যাম্**—যা থেকে।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে বদ্ধ জীবের পরম সুহৃদ, যদিও এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের জন্য আপনি আপনার মায়াময়ী সত্ত্ব, রজ এবং তম গুণকে স্বীকার করেন, তবুও আপনি বিশেষত সত্ত্বগুণকেই বদ্ধ জীবের মুক্তি প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেন। অন্য দুটো গুণ তাদের দুঃখ, মোহ এবং ভয়ই কেবল নিয়ে আসে।

তাৎপর্য

লীলা ধৃতাঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য, শিবের ধ্বংস এবং বিষ্ণুর পালন—এ সবই হচ্ছে পরম সত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই লীলামাত্র। কিন্তু চরমে ভগবান শ্রীবিষ্ণুই কেবল জড় মোহ থেকে জীবকে মুক্ত করতে পারেন, যে কথা *সত্ত্বময়ী প্রশাস্ত্যৈ* কথাটির দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে।

আমাদের রজ এবং তমোগুণাত্মক কার্যাবলী নিজেদের এবং অন্যদের জন্য মহা দুঃখ, মোহ এবং ভয়েরই সৃষ্টি করে, তাই সেগুলি পরিত্যাজ্য। মানুষের কর্তব্য দৃঢ়ভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে চিন্ময় স্তরে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করা। সত্ত্বগুণের সার হচ্ছে সমস্ত কর্মে স্বার্থ ত্যাগ করা এবং এইরূপে মানুষের সমগ্র সত্তাকে আমাদের অস্তিত্বের উৎস পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা।

শ্লোক ৪৬

তস্মাৎ তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং
শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি ।
যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং
লোকো যতোঽভয়মুতাত্মসুখং ন চান্যৎ ॥ ৪৬ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **তব**—আপনার; **ইহ**—এই জগতে; **ভগবন্**—হে ভগবান; **অথ**—এবং; **তাবকানাম্**—আপনার ভক্তদের; **শুক্লাম্**—দিব্য; **তনুম্**—ব্যক্তিগতরূপ; **স্বদয়িতাম্**—তাদের অতি প্রিয়; **কুশলাঃ**—যাঁরা দিব্য জ্ঞানে পারদর্শী; **ভজন্তি**—ভজনা করেন; **যৎ**—কারণ; **সাত্বতাঃ**—মহান ভক্তগণ; **পুরুষ**—আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের; **রূপম্**—রূপ; **উশন্তি**—বিবেচনা করেন; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **লোকঃ**—চিজ্জগৎ; **যতঃ**—যার থেকে; **অভয়ম্**—অভয়; **উত**—এবং; **আত্মসুখম্**—আত্মার সুখ; **ন**—না; **চ**—এবং; **অন্যৎ**—অন্য কিছু।

অনুবাদ

হে ভগবান, যেহেতু শুদ্ধ সত্ত্বগুণের মাধ্যমে অভয়, চিদানন্দ, ভগবদ্ধাম সবই লাভ করা যায়, তাই আপনার ভক্তগণ এই গুণকেই আপনার সাক্ষাৎ প্রকাশ পরমেশ্বর

ভগবান বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু কখনই রজ এবং তমোগুণকে সেরকম বলে গণ্য করেন না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তাই আপনার শুদ্ধ ভক্তদের চিন্ময় রূপের পাশাপাশি আপনার শুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রিত প্রেমময় দিব্য রূপেরই আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা রজ এবং তমোগুণের প্রতিনিধি দেবতাদের উপাসনা করেন না। ব্রহ্মা রজোগুণের প্রতিনিধি, শিব তমোগুণের প্রতিনিধি, এবং ইন্দ্রাদি দেবতারাও জড়া প্রকৃতির গুণেরই প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা নারায়ণ শুদ্ধ চিন্ময় সত্ত্বগুণেরই প্রতিনিধিত্ব করেন, যা মানুষকে চিজ্জগৎ সম্পর্কে উপলব্ধি, অভয় এবং চিদানন্দ দান করে। এই প্রাপ্তি কখনই অশুদ্ধ জড় সত্ত্বগুণ থেকে লাভ হতে পারে না, কেননা তা সর্বদাই রজ এবং তমোগুণের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। যে কথা এই শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে বলা হল তা হচ্ছে এই যে, ভগবানের দিব্যরূপ সম্পূর্ণরূপেই নিত্য শুদ্ধ সত্ত্বগুণে আশ্রিত এবং এইভাবে তাতে জড় সত্ত্ব, রজ বা তমো গুণের লেশমাত্রও নেই।

শ্লোক ৪৭

তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষায় ভূম্নে
বিশ্বায় বিশ্বগুরবে পরদৈবতায় ।
নারায়ণায় ঋষয়ে চ নরোত্তমায়
হংসায় সংযতগিরে নিগমেশ্বরায় ॥ ৪৭ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; নমঃ—আমার প্রণাম; ভগবতে—ভগবানকে; পুরুষায়—পরম পুরুষ ভগবানকে; ভূম্নে—সর্বব্যাপক; বিশ্বায়—সর্বাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ; বিশ্ব-গুরবে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গুরু; পর-দৈবতায়—পরম আরাধ্য বিগ্রহ; নারায়ণায়—ভগবান শ্রীনারায়ণকে; ঋষয়ে—ঋষি; চ—এবং; নর-উত্তমায়—নরোত্তমকে; হংসায়—পূর্ণশুদ্ধস্তরে স্থিত; সংযত-গিরে—যিনি তাঁর বাক্যকে সংযত করেছেন; নিগম-ঈশ্বরায়—বৈদিক শাস্ত্রের অধীশ্বর।

অনুবাদ

আমি পরমেশ্বর ভগবানকে আমার বিনীত প্রণাম নিবেদন করি। তিনিই হচ্ছেন সর্বব্যাপক এবং সর্বাত্মক বিশ্বরূপ এবং ব্রহ্মাণ্ডের গুরু। ঋষিরূপে অবতীর্ণ পরম আরাধ্যদেব ভগবান শ্রীনারায়ণ ঋষিকে আমি প্রণাম করি এবং বৈদিক শাস্ত্রের প্রচারক, পূর্ণরূপে সংযতবাক, শুদ্ধ সত্ত্বগুণে আস্থিত, নরোত্তম সন্তপুরুষ শ্রীনর

ঋষিকেও আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ৪৮

যং বৈ ন বেদ বিতথাক্ষপথৈর্ভ্রমদ্ধীঃ
সন্তং স্বকেষ্বসুষু হৃদ্যপি দৃক্‌পথেষু ।
তন্মায়য়াবৃতমতিঃ স উ এব সাক্ষাদ্
আদ্যস্তবাখিলগুরোরুপসাদ্য বেদম্ ॥ ৪৮ ॥

যম্—যাকে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; ন বেদ—জানে না; বিতথ—বঞ্চনাকারী; অক্ষ-পথৈঃ—অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান লাভের পন্থার দ্বারা; ভ্রমৎ—বিভ্রান্ত হয়ে; ধীঃ—যার বুদ্ধি; সন্তম্—উপস্থিত; স্বকেষু—নিজের মধ্যে; অসুষু—ইন্দ্রিয়সমূহ; হৃদি—হৃদয়ের মধ্যে; অপি—এমন কি; দৃক্-পথেষু—বাহ্য জগতের দৃশ্য বস্তু সমূহের মধ্যে; তৎ-মায়য়া—তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা; আবৃত—আবৃত; মতিঃ—তাঁর উপলব্ধি; সঃ—সে; উ—এমন কি; এব—বস্তুতপক্ষে; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; আদ্যঃ—মূলত (অজ্ঞতাবশে); তব—আপনার; অখিল-গুরোঃ—সমস্ত জীবের গুরু; উপসাদ্য—লাভ করে; বেদম্—বৈদিক জ্ঞান।

অনুবাদ

বঞ্চনাকারী ইন্দ্রিয়ের কর্ম দ্বারা বিকৃতবুদ্ধি জড়বাদী মানুষ আপনাকে সনাক্ত করতে পারে না, যদিও আপনি সর্বদাই তার স্বীয় ইন্দ্রিয়ে, হৃদয়ে এবং তার অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য বস্তু সমূহের মধ্যেও উপস্থিত আছেন। তবে যদিও আপনার মায়াশক্তি মানুষের উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তবুও পরম বিশ্বগুরু আপনার কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান লাভ করার ফলে, সেও আপনাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ৪৯

যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং
মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ ।
তং সর্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্ ॥ ৪৯ ॥

যৎ—যার; দর্শনম্—দর্শন; নিগমে—বেদে; আত্ম—পরমাত্মার; রহঃ—রহস্য; প্রকাশম্—যা প্রকাশ করে; মুহ্যন্তি—বিভ্রান্ত হয়; যত্র—যে সম্পর্কে; কবয়ঃ—মহান প্রামাণিক তত্ত্ববিদ্‌গণ; অজ-পরাঃ—ব্রহ্মা প্রমুখ; যতন্তঃ—যত্নশীল; তম্—তাকে; সর্ব-বাদ—বিভিন্ন দর্শন সকলের; বিষয়—বিষয়; প্রতিরূপ—প্রতিরূপ; শীলম্—যার

ব্যক্তিস্বরূপ; বন্দে—বন্দনা করি; মহাপুরুষম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; আত্ম—আত্মা থেকে; নিগূঢ়—গুপ্ত; বোধম্—উপলব্ধি।

অনুবাদ

হে ভগবান, কেবল বৈদিক শাস্ত্রই আপনার ব্যক্তিস্বরূপের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে এবং এইরূপে ব্রহ্মার মতো মহান তত্ত্ববিদ পুরুষগণও অভিজ্ঞতামূলক পন্থায় আপনাকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টায় বিভ্রান্ত হয়। প্রত্যেক দার্শনিক তাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট কল্পনা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আপনাকে উপলব্ধি করে। আমি সেই পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনা করি যাঁর জ্ঞান বদ্ধজীবাত্মার চিন্ময় স্বরূপকে আচ্ছাদনকারী দৈহিক উপাধির দ্বারা আবৃত হয়ে আছে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার কল্পনামূলক প্রচেষ্টায় এমন কি ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও মুহ্যমান হয়ে পড়েন। প্রত্যেক দার্শনিক জড়া প্রকৃতির এক একটি অনুপম মিশ্রণের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজস্ব জড় বন্ধন অনুসারে পরম সত্যকে বর্ণনা করে থাকেন। তাই এমন কি শ্রমসাধ্য অভিজ্ঞতামূলক প্রচেষ্টাও মানুষকে সমস্ত জ্ঞানের সিদ্ধান্ত দান করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম জ্ঞান এবং শুধুমাত্র তাঁর কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এবং প্রীতির সঙ্গে তাঁর সেবা করার মাধ্যমেই তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই মার্কণ্ডেয় ঋষি এখানে *বন্দে মহাপুরুষম্* কথাটি ব্যবহার করেছেন—"আমি শুধু সেই পরমেশ্বরের ভজনা করি।" যারা ভগবানকে আরাধনা করার চেষ্টা করেন এবং একই সঙ্গে জল্পনা কল্পনা করে চলেন কিংবা সকাম কর্মে লিপ্ত থাকেন, তারা শুধু মিশ্র এবং বিভ্রান্তিকর ফলই লাভ করবেন মাত্র। শুদ্ধ হতে হলে ভক্তকে সমস্ত প্রকার সকাম কর্ম এবং মানসিক জল্পনা কল্পনা পরিত্যাগ করতে হবে। এইভাবে ভগবানের প্রতি তার যে ভক্তিমূলক সেবা, তা পরমেশ্বর সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান দান করবে। শুধু এই পূর্ণতাই নিত্য আত্মাকে তৃপ্ত করতে পারে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'নরনারায়ণ ঋষির প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রার্থনা' নামক অষ্টম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।